



170649 - জনকৈ খ্রিস্টানরে কছি সংশয় যগেলোর মাধ্যমে তিনি কুরআনরে কছি আয়াতরে উপর অপবাদ দচ্ছনে এই দাবী করে য়ে, সগেলোতে সবরিরোধতি রয়ছে।

প্রশ্ন

এক খ্রিস্টান আমার কাছে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছে। আমি এর উত্তর চাই; যাত করে উত্তরটি তাকে পাঠাতে পারি: ‘তোমরা কনে তোমাদের জীবন ও ভাগ্যকে এমন এক বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করছ য়ে বই সবরিরোধতি ও ভুলে ভরা’ -সহে ব্যক্তি কুরআনকে উদ্দেশ্য করছে-?! এই খ্রিস্টান আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বল: তোমরা বল, নশ্চয় আল্লাহ বলনে:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এত অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পতে। বাস্তবকিপক্ষে এই বই বৈপরীত্য ও সবরিরোধতিয় ভরপুর। এ কারণে সটে আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তোমাকে আমি কছি উদাহরণ দচ্ছি: আমরা সূরা আশ-শু'আরাততে পাই, ফরোউন পানতি ডুবে ধ্বংস হয়ছে। কনিতু সূরা ইউনুসে পাই:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাত তোমি তোমার পরবর্তীদরে জন্ম নদির্শন হয়ে থাক। তাহলে কোনটা সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআনে কারীমকে সমালোচনা করা ও কুরআনরে আয়াতগুলোর উপর সবরিরোধতি ও বৈপরীত্যরে অপবাদ দেয়ার এটি প্রথম চেষ্টা নয়। ইতপূর্ববে এমন অনেকে অপবাদ অতবাহতি হয়ছে। যতজন এই চেষ্টা করছে তারা সকলে ব্যর্থ হয়ছে। আমরা য়ে কতিবরে প্রতি ঙ্গমান রাখি য়ে, সটে আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সটোতে যদি এমন কছি বকিত্তি, সবরিরোধতি ও সংঘর্ষ থাকত য়া ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কতিবরে রয়ছে তাহলে আমরাই সর্বপ্রথম এই কতিবকে অস্বীকারকারী হতাম। কনিতু



কভাবে সটে ঘটতে পারে; অথচ আল্লাহ তাআলা নিজই কয়ামত পর্যন্ত এই কতিবকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। যাত করে এই কতিবে যে সত্য ও সঠিক তথ্য রয়েছে তা মানুষের উপর দলিল হিসেবে কয়মে হয়।

যদি সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি কিংবা অন্য যে কোন ব্যক্তি কুরআনে কারীমে বৈপরীত্য না থাকার পক্ষে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই আয়াতটির প্রথম অংশ পড়ত ও চিন্তা-ভাবনা করে দেখত তাহলে এ ধরণের সংশয়গুলো একত্রিত করা ও সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কুরআনের উপর অপবাদ আরোপ করার প্রয়োজন হত না। প্রাচীন আরব ও সমকালীন আরবদের মধ্যে অনেকে বদীয়ান, বুদ্খমিন, সাহিত্যিকি ও বাগ্মী রয়েছে। তারা কুরআন পড়ে। কিন্তু তাদের কারো কাছে এই ধরণের আয়াত সাংঘর্ষকি প্রতীয়মান হয়নি। হতে পারে তারা কোন আয়াতের কোন কোন অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে তাদের কউে যখন একটু চিন্তা ভাবনা করে কিংবা তাফসিরি বিশারদ ও ইলমে পারদর্শী আলমেদের শরণাপন্ন হয় কত দ্রুতই না সেই প্রশ্নগুলো নিরসন হয়ে যায়। সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি প্রথমে যাই আয়াতটি উদ্ধৃত করেছে সটির প্রথমংশে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতসমূহকে অনুধাবনের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করে বলেন: “তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?” এরপর তিনি বলেন: “যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পতে।” [সূরা নসি, আয়াত: ৮২] তাই সেই ব্যক্তি যদি কুরআনের আয়াতগুলোকে অনুধাবন করত তাহলে আয়াতগুলোর মধ্যে বেশি বা কম কোন বৈপরীত্যই পতে না। যদি সেই ব্যক্তি ইলমে পারদর্শী আলমেদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করত তাহলে দেখতে পতে যে, কুরআনে কোন সংঘর্ষ ও সবরোধিতা নাই।

তাই প্রত্যকে যে ব্যক্তির কুরআন পঠন অনুধাবন সহকারে হয় না; বিশেষতঃ সে যদি কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়; তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে কুরআনের আয়াতগুলোর মাঝে এমন কিছু পায় যটোকে তার কাছে সংঘর্ষ ও সবরোধিতা মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবে এই সংঘর্ষ ও সবরোধিতা ঐ ব্যক্তি মস্তষ্কি ও বুঝে; মুহকাম (চূড়ান্ত) আয়াতসমূহে নয়। প্রত্যকে যে ব্যক্তি কোন বই লখে বইয়ের শুরুর্তে এই কফেয়িত লখে ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না যে যনি এতে কোন কসুর পান তিনি যনে লখেককে কষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রত্যকে যে ব্যক্তি এতে কোন ভুল পায় সে যনে ভুলটি গোপন রখে লখেককে অবহতি করে। এ কারণে দেখা যায় যে, ভাল লখেকরা এক বই একাধিকি বার প্রনিট করেন। তাই বইয়ের উপরে লখে থাকে “বর্ধতি ও পরমির্জতি”। পক্ষান্তরে আল্লাহর কতিবের প্রথম পৃষ্ঠা যে ব্যক্তি খুলবে সেখনে সে এ বাণীটি পাবে: “আলফি লাম মীম। এই তো কতিব, যাতে কোন সন্দহে নাই।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১-২] এই ধরণের সূচনা অনেকে বুদ্খমিন খ্রিস্টান মানুষের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে; যখন তারা দেখতে পলে যে, এটি দুর্দান্ত সূচনা। যা প্রমাণ করে যে, এই অক্ষরগুলো যনি বলছেন তিনি মানুষ নন। কারণ কোন মানুষ কোন বই রচনা করলে তার পক্ষে এ ধরণের কথা বলা সম্ভবপর নয়। এরপর কুরআনের আয়াতগুলো পড়ার পর তারা জানতে পারে যে, এটি মহাবিশ্বের প্রভুর বাণী। এ কারণে ত্রুটিটি হচ্ছ অনুধাবনে কসুর করা। এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আয়াতের প্রথমংশে অনুধাবনের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করাটা অযথা নয়; বরং সুমহান গুট রহস্যের কারণে।



ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কুরআন অনুধাবনের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কনেনা প্রত্যকে যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার অনুধাবন এমন জরুরী (অপ্রতিরোধ্য) জ্ঞান ও সুদৃঢ় একীণ অনবির্ষ করে যে, এই কুরআন হক্ব ও সত্য। বরঞ্চ প্রত্যকে হক্বরে চয়ে বশেই হক্ব এবং প্রত্যকে সত্যরে চয়ে বশেই সত্য। যনি এই কুরআনকে নিয়ে এসছেন তনি সৃষ্টিকুলরে মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বাধিক নকেকার, সর্বাধিক ইলম, আমল ও জ্ঞানধারী। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: ‘তবে কিতারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?’ এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনকে বপৈরীত্ব দখেতে পতে। [সূরা নসিা, আয়াত: ৮২] তনি আরও বলেন: ‘তবে কিতারা কুরআন অনুধাবন করে না?! নাকি অন্তরগুলোর ওপর তালা ঝুলছে? [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪] তাই যদি অন্তরগুলো থেকে তালাগুলো উঠে যতে তাহলে অন্তরগুলো কুরআনরে সত্যগুলোকে আলঙ্গন করত, ঈমানরে আলোতে আলোকতি হত এবং জরুরী ইলম (অপ্রতিরোধ্য জ্ঞান) উপলব্ধ হত যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, বাস্তবকিই তনি এ বাণী বলছেন এবং তাঁর দূত জব্রাইল আলাইহিস সালাম এ বাণীকে তাঁর দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে পোঁছে দিয়েছেন।’ [মাদারজিস সালকেনি (৩/৪৭১ ও ৪৭২) থেকে সমাপ্ত]

কুরআনে কারীম সংঘর্ষ ও সবরিরোধতি থেকে মুক্ত; যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার জন্ম। বাহ্যতঃ যা সবরিরোধী সটে সমন্বয়যোগ্য বপৈরীত্ব। অবস্থা, কাল বা ব্যক্তির ভিন্নতা ভদে বপৈরীত্ব। অতি সহজেই আয়াতগুলোর মধ্যস্থতি এ ধরণরে বপৈরীত্বরে মাঝে সমন্বয় করা যায়। কোন গবষেক যখন এটি করতে সক্ষম হন তখন প্রজ্ঞাপূর্ণ আল্লাহর কতিবরে মুজজোর অপর একটি দিকি তার কাছে ফুটে ওঠে।

আবু বকর আল-জাসাস (রহঃ) বলেন: বপৈরীত্ব তনিপ্রকার:

১। সবরিরোধী বপৈরীত্ব। সটো হলো দুটো বিষয়রে একটি অপরটির বাতুলতা দাবী করা।

২। মানগত বপৈরীত্ব: সটো হলো কোন অংশ বাগ্মতিপূর্ণ; আর কোন অংশ নম্নমানরে পততি। এই দুই প্রকার বপৈরীত্ব কুরআনরে নেই। এ ধরণরে বপৈরীত্ব না থাকাটা কুরআনরে মাজজোর একটি প্রমাণ। কনেনা সকল বাগ্মী ও বাকপটুদরে কথা যখন দীর্ঘ হয় –কুরআনরে লম্বা সূরাগুলোর মত- তখন এটি মানগত বপৈরীত্ব থেকে মুক্ত হয় না।

৩। সমন্বয়যোগ্য বপৈরীত্ব: সটো হলো ভালত্বরে দিকি থেকে সর্বাংশ অভিন্ন হওয়া। উদাহরণতঃ বিভিন্ন প্রকার পঠনপদ্ধতি বপৈরীত্ব, আয়াতরে সংখ্যার বপৈরীত্ব এবং রহতিকারী ও রহতিরে সাথে সম্পৃক্ত বধিবিধানরে বপৈরীত্ব।

আয়াতরে কারীমাতে সত্যরে পক্ষে যতভাবে প্রমাণ পশে করা যায় সটোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; যে সত্যকে বিশ্বাস করা ও যে সত্য মতোবকে আমল করা অনবির্ষ। [আহকামুল কুরআন (৩/১৮২)]



সমন্বয়যোগ্য বৈপ্লবিকতায় সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে (খুব সম্ভব সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি এটি জানতে পারলে এটাকেও সবরোধিতার তালিকায় যোগ করবে); আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব আদমকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। একবার উল্লেখ করেছেন তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। আবার বলেছেন: মাটি থেকে। তৃতীয় স্থানে বলেছেন: কাদা থেকে। চতুর্থ স্থানে বলেছেন: ঠনঠনে মাটি থেকে। এটি কি সবরোধিতা বা সংঘর্ষ? বরং এটি হলে আদমের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ। ইতিপূর্বে 4811 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যদি এটি সবরোধিতা হত তাহলে এ কারণে কুরআন নাযলির সময়কালরে কাফরে আরবী ভাষাবাদি ও অলঙ্কারবদিগণ সবার আগে অপবাদ আরোপ করত। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেরা বিবেকবুদ্ধির মর্যাদা রক্ষা করেছে যে, তারা অলঙ্কারিক দিক ও ব্যঞ্জনাগত দিক থেকে কুরআনের সমালোচনা করেনি। বরং কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। কনেইবা হবো না অথচ কুরআন হচ্ছে: “মানুষেরে জন্ম দশিরা”।

দুই:

সুতরাং এই অপবাদ বতিরককারীর কি ধারণা যে, ‘ফরোউন পানিতে ডুবে মরছে’ আল্লাহ কর্তৃক এই সংবাদ দয়া এবং তাঁর বাণী: “সুতরাং আজ আমরা তোমার দহেট রক্ষা করব যাতো তুমি তোমার পরবর্তীদরে জন্ম নিদর্শন হয়ে থাক। আর অনেকে মানুষই আমার নিদর্শনসমূহেরে প্রতি একবোরো অমনোযোগী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯২] এতদুভয়েরে মধ্যবে বৈপ্লবিক ও সবরোধিতা রয়েছে? বড় অদ্ভুত ব্যাপার। ফরোউন ডুবেছে এটি এমন নিশ্চিত বিষয় যাতো কোন সন্দেহ নেই। এই ডুবার মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটছে এবং সে স্পষ্টভাবে ধ্বংস হয়েছে। এই খ্রিস্টানেরে কাছে প্রশ্ন: প্রত্যেকে যে ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মারা যায় তাকে কি হাঙর মাছে খেয়ে ফলে কিংবা সমুদ্রেরে অতলে তার লাশ কি হারিয়ে যায়? নাকি কেউ ডুবে মরতে পারে এবং পরে তার লাশ ভেসে উঠতে পারে ও পঁচে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পতে পারে? এই প্রশ্নেরে নিশ্চিত জবাব হচ্ছে: দ্বিতীয়টি। সমুদ্রে পড়ে বমিন দুর্ঘটনা, জাহাজেরে দুর্ঘটনা কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় সমুদ্রে ডুবে নিহত হওয়া মানুষদেরে ক্ষতেরে বাস্তবে তো এটাই দেখা যাচ্ছে। আমরা সেই ব্যক্তিকে বলব: ফরোউনেরে ক্ষতেরেও ঠিকি এটাই ঘটছে। সে সমুদ্রে ডুবে মরছে। আল্লাহ তাআলা তার লাশকে সমুদ্রে ভাসিয়ে তুলছেন; যাতো করে বনী ইসরাইলরো নিশ্চিত হতে পারে যে, সে মরছে। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রজ্ঞা। যহেতে এই মথিয়ুক দাবী করছিল যে, সে তাদেরে সর্বোচ্চ প্রভু! তাই ঐ লাশটি মানুষদেরে কাছে প্রকাশ করাটা উপযুক্ত ছিল— যাতো করে তারা এই মথিয়া দাবীদার প্রভুর প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিত হতে পারে এবং যাতো করে দুর্বল লোকদেরে মন থেকে ভয় কটে যায়। যারা বিশ্বাস করতে পারে যে, ফরোউন আত্মগোপন করেছে; কিছুদিন পর ফিরে আসবে। ধার্মিকতা ও বুদ্ধিরে দুর্বলতায় আক্রান্ত কত মানুষ এ ধরণেরে বিশ্বাস রাখে!

আয়াতে نُنجِيكَ এর অর্থ হলো: উপরে তোলা ও ভাসানো। এটি "النَّجْوُ" শব্দমূল থেকে উৎপন্ন। আর যদি শব্দটি النِّجَاة (বাঁচা) অর্থও হয় তদুপরি এই বাঁচা দ্বারা মৃত্যু থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য নয়। বরং সমুদ্রেরে অতলে দহেট হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য কিংবা তাকে সমুদ্রেরে প্রাণীরা খেয়ে ফলে থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য। যদি সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি আল্লাহর বাণীর এই



অংশটি **نُنَجِّكَ بِيدِنِكَ** (আমরা তোমার দহেটী রক্ষা করব) অনুধাবন করতনে তাহলে বুঝতে পারতনে যবে, এ ধরণে বাক্য মৃত্যু থেকে বাঁচার ক্ষত্রেবে ব্যবহৃত হয় না। বরং দহেটী বাঁচার ক্ষত্রেবে ব্যবহৃত হয়। যদি ফরোউনরে বাঁচা উদ্দেশ্যে হত তাহলে এখানে 'তোমার দহেটী' উল্লেখ করা অনর্থক হত। আর অনর্থক কিছু উল্লেখ করা আল্লাহর বাণীর বশেষিট্য নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।